শ্রীশ্রীসরস্বতীমাতায় নমঃ

কবি কালিদাসের হেঁয়ালী।

শ্লোক বা ধাঁধা

প্রকাশক—

শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সাং (ফুলিয়া) প্রফুল্লনগর

পোঃ—বুঁইচা, জেলা—নদীয়া

ভুল হইলে মার্জ্জনা করিবেন।

মূল্য—১০ পয়সা

প্রশ্ন—১

ফুটোর মধ্যে দিয়ে কাটা, নড়ালে চড়ালে পড়ে আঠা।
কালিদাস পণ্ডিতে কয়, তুমি যা ভেবেছ তা নয়।

প্রশ্ন—২

এটির মধ্যে ওটি দিয়ে, বাপ-ভাতারে রইলো শুয়ে।
বাইরেতে ছিল যারা, ঠেলা ঠেলি করে তারা।
কহে কবি কৈলাশ, ভাব বসে বারোমাস

প্রশ্ন—৩

হাটতে গেলে খসর খসর, উঠতে গেলে কড়ো।
বসতে গেলে হাঁ করে সে, সব দেবতার বড়॥

উত্তর—১) দোয়াত-কলম ২) দরজার খিল ৩) স্ত্রী-লিঙ্গ

প্রশ্ন —৪

হাসতে হাসতে আসছো তুমি ঠাট্টা করতে মোকে।
আমার শ্বশুর বিয়ে করেছে তোমার শ্বশুরের মাকে।
ভেবে দেখ মোর সনে কি সম্বন্ধ হয়।
উপহাসের পাত্রী কিনা জানিবে নিশ্চয়॥

প্রশ্ন —৫

বলি ও ভাল মানুষের ঝি, তোমার ব্যাপার খানা কি?
তুমি দিতে দিতে রয়ে গেলে, আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ

প্রশ্ন—৬

ওকি তোর কথার মত কথা।
হাত-পা থাকলো পেটের মধ্যে, উঁকি মারে মাথায়।

প্রশ্ন—৭

বারো মাসের মেয়ে ঘটে তেরো মাসের কালে
গণ্ডা গণ্ডা প্রসব করে অগনন ছেলে।
কহে কবি কালিদাস হেঁয়ালীর ছলা।
মূর্খ তো ছুরের কথা পণ্ডিতে বুঝে কলা॥

প্রশ্ন —৮

অড়লের মধ্যে কড়লের বাসা ডিম পাড়ালো খাসা খাসা।
এই পক্ষী, তুই সাক্ষী তুই থাকতে ডিম পাড়লো কোন
পক্ষী॥

প্রশ্ন —৯

মা, মাসী, পিসি, খুড়ি, ভগ্নি জ্যোঠাই, আই।
সকলের দেখিয়াছি কিন্তু স্ত্রীর দেখি নাই।
অতি সোজা কথা ভাই ভেবে দেখলেই পাবে।
স্ত্রীর কাছে বল্‌লে কিন্তু গালাগালি খাবে॥

উত্তর—৪) জামাই ও শ্বাশুড়ী (৫) ঘোমটা (৬) কাছিম
৭) কলা গাছ (৮) নারিকেল (৯) স্ত্রীর বিধবা হওয়া।

প্রশ্ন—১০

শোন গো ঠাকুর পো শোন মোর কথা।
এ কথাটি বলে দেও খাও মোর মাথা।
জলেতে দিতেছি জাল সারাদিন ধরে—
তবু না আঁতিল জল কপালের ফেরে—
ইহার কি অর্থ হয় বল দেখি ভাই।
নতুবা জানিব তোমার কিছু বুদ্ধি নাই॥

প্রশ্ন—১১

কোন নারী দরশনে পুণ্য হয় অতি।
আলিঙ্গনে মোক্ষ লাভ শাস্ত্রের ভারতী।
চুম্বন করিলে হয় পবিত্র জীবন।
হেন কোন নারী আছে জগতে এমন॥

প্রশ্ন—১২

দিই তো পর পুরুষকে দিই, দিই তো পথেঘাটে দিই।
দিই তো যাকে তাকেই দিই, তুমি আমার আমি তোমার।
তোমায় দেব কি?

প্রশ্ন—১৩

ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে ভোমরা সে নয়।
গলায় পৈতা সে বামুন নয়॥

প্রশ্ন—১৪

জলে জন্ম স্থলে কর্ম মালাকারে গড়ে।
ঠাকুর নয় ঠুকুর নয় মাথার উপর চড়ে।

প্রশ্ন—১৫

বন থেকে বেরুল চিভি।
চিতি বলে তোর পাতে মুতি॥

---

১০) জলে জাল ফেলা (১১) মা-গঙ্গা (১২) ঘোমটা (১৩) চরকা (১৪) টোপর (১৫) লেবু।

প্রশ্ন – ১৬

আটির উপর কাটি তার উপরে মাটি, তার উপরে ছাই।
মানুষ তাকে খায়, পেট ভরে না তাতে, আবার খেতে চায়।

প্রশ্ন—১৭

কোন দেশ গাছে ঝুলে, কোন দেশ বাজে।
কোন দেশ বল দেখি ঘিয়ে তেলে ভাজে।

প্রশ্ন – ১৮

আগে যায় ফিরে চায় ওটি তোমার কে ?
ওর শ্বশুরকে আমার শ্বশুর বাবা বলেছে।

প্রশ্ন – ১৯

মামারাই রান্ধে বাড়ে মামারাই খায়।
আমরাই গেলে পরে ঘরে দুয়োর দেয়॥

প্রশ্ন – ২০

অলি অলি পাখী গুলি, গলি গলি যায়।
বেনের দোকানে গিয়ে উল্টো বাজী খায়॥

প্রশ্ন – ২১

কেষ্ট বরন ছয় খান চরণ।
পোঁদ কাটলে নাই কো মরন।

প্রশ্ন—২২

গাছে ধরে পাতি হাঁস।
খায় খোলা তার ফেলে শাঁস॥

প্রশ্ন—২৩

চার পায়রার চারটি রং।
খোপে গেলে একটি রং॥

উত্তর – ১৬) হুঁকা ১৭) লংকা-কাশী-পুরী ১৮) শাশুড়ী ১৯) শামুক ২০) পয়সা ২১) পিঁপড়া ২২) চাল্‌তা ২৩) পান।

প্রশ্ন - ২৪

দুই ঠ্যাং ফাঁক করে রসিক নগর দিচ্ছে ভরে
কাজ যখন হয়ে গেল কোটা দুই পড়ে গেল
মহাকবি কালিদাসের একটা ছন্দ।
মূর্খ বুঝিবে কি ? পণ্ডিতের লাগে ধন্দ ॥

প্রশ্ন—২৫

ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় হয় লোকে পাছে চোখ খেকো বলে ॥
নুন মেখে লেবু রস রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্য রূপা চিনি তায় ভরি।
টুকি টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল ॥

প্রশ্ন—২৬

তিন অক্ষরের নাম তার জলেতে জন্মায়।
প্রথম অক্ষর না থাকিলে অলঙ্কার হয়।
মধ্যম অক্ষর না থাকিলে খেলা তাতে করে।
অন্ত লোপে আহারেতে মুখ চুলকে মরে।

প্রশ্ন—২৭

শোন হে সদাশিব। কোন দেবতার পোঁদে জিভ।

প্রশ্ন—২৮

কাঁচায় সর্ব্ব লোকে খায়। পাকায় গড়াগড়ি যায়।

প্রশ্ন—২৯

তেল কুচে কুচ পাতা, তার ফলে ধরে কাঁটা।
পাকলে অমৃত হয়। ফেলতে গোটা গোটা ॥

উত্তর—২৪) কুয়ো থেকে জল তোলা ২৫) আনারস ২৬) কচুড়ি ২৭) ঘানি ২৮) ডুমুর ২৯) কাঁঠাল।

প্রশ্ন – ৩০

উঠতে পক্ষী ঝুমুর ঝুমুর, নামতে পক্ষী ধোঁধা।
আহার করতে গেল পক্ষী লেজ থাকলো বাকী।

প্রশ্ন—৩১

আকাশ থেকে পড়লো থাল, থাল দম দম করে।
বৃন্দাবনে আগুন ধরলো কে ঠেকতে পারে?

প্রশ্ন—৩২

দেখে এলাম বীরনগরের হাটে
আট পা দুই খুর শিং তার পিঠে।

প্রশ্ন – ৩৩

বাঁশ কেটে মাটি কেটে বসালাম চারা।
ফুল নাই ফল নাই পাতায় ভরা।

প্রশ্ন—৩৪

হায় তরমুজ করবো কি? বোঁটা নাই তোর ধরবো কি?

প্রশ্ন – ৩৫

একটু খানি ডালে, কেষ্ট ঠাকুর দোলে।

প্রশ্ন – ৩৬

বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়, আস্ত মানুষ গিলে খায়।

প্রশ্ন – ৩৭

গলা আছে তার তলা নাই, হাড় আছে তার মাংস নাই।

প্রশ্ন—৩৮

থাকতে ঘরে আপন স্বামি, ভাগ্নের প্রেমে মজলো মামী।

প্রশ্ন—৩৯

ঢুকেনা ঢুকাও কেন? আবার তুমি কাঁদাও কেন?

উত্তর—৩০) জাল ৩১) সূর্য্য ৩২) দাঁড়ি ৩৩) পান ৩৪) ডিম ৩৫) বেগুন ৩৬) জামা ৩৭) পলো ৩৮) রাধা ৩৯) শাঁখা।

প্রশ্ন—৩৯

জন্ম দিল দাদু ভগ্নি হল মা।
ভগ্নিপতি আমার পিতা চিনতে পারলাম না।

প্রশ্ন – ৪১

তিন অক্ষরের নাম তার জলে বাস করে।
শেষ অক্ষর কেটে দিলে আকাশেতে উড়ে।

প্রশ্ন – ৪২

নাই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে।
কহে কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।

প্রশ্ন—৪৩

সতত গোপনে থাকে কিন্তু নারী নয়।
রবিকর তাপে ম্লান হয় অতিশয়।
যৌবনে মাহিক রস রসিক যুবতী।
বৃদ্ধকালে হয় সে পূর্ণ রসবতী
সেই রসবতী রস যেই জন খায়।
অভিশয় স্ফূর্ত্তি হয় জানিহ নিশ্চয়।

প্রশ্ন – ৪৪

রামায়ণে লেখা আছে অতি পুরাতন।
স্বামী স্ত্রী দুইজনে বাইশ হাত হন।
কি নাম তাদের হয় বলহ সত্বর।
বুদ্ধিমান বলি বুঝি পাইয়া উত্তর।

প্রশ্ন – ৪৫

ফুটোর মধ্যে ফুটো দের এমনি মজার কল।
কখনো খোলে কখনো জোড়ে বন্ধ অবিকল॥

উত্তর—(৪০) কুশ (৪১) কাঁকড়া (৪২) লেজকাটা গরুর, মাছিতে কাটা জায়গায় খাইতেছে (৪৩) পান (৪৪) রাবণ ও মন্দোদরী (৪৫) তালা-চাবি

প্রশ্ন – ৪৬

অখাদ্য জিনিষ বটে সর্ব্বলোকে খায়।
ভদ্রলোকে খেলে পরে অপমান হয়।
বুবকে খাইলে পরে এদিক ওদিক চায়।
যুবতী খাইলে পরে বড় লজ্জা পায়।
বৃদ্ধেতে খাইলে বড় দুঃখ পায়।
বালকে খাইলে পরে বড় আনন্দ পায়।
শিশুতে খাইলে পরে উঃচ্চৈ স্বরে চিল্লায়।
রাজুবালা খেয়ে ছিল পদ্মা নদীর তটে।
মূর্খ তো দূরের কথা পণ্ডিতের গোঁদ কাটে।

প্রশ্ন—৪৭

চিৎ করে ফেল্লাম মাজানেড়ে করলাম।
কাজ যখন হয়ে গেল ধুয়ে মুছে রেখে দিলাম।

প্রশ্ন – ৪৮

জলের মধ্যে দিয়ে আসে যায়।
মাছও নয় মাংসও নয় মানুষ তাকে খায়।

প্রশ্ন—৪৯

পাখা নাই উড়ে যায় মুখ নাই ডাকে।
বুক ফেটে আলো ছুটে কান কাটে হাঁকে।

প্রশ্ন—৫০

জন্ম ধলা কর্ম কালা কোমরে গুড় গুড়ে হার।
লাফ দিয়ে শিকার করে উর্দ্ধে লাঙ্গুল তার॥

উত্তর—৪৬) আছাড় ৪৭) শিল-পাটা ৪৮) হুঁকা ৪৯) মেঘ ৫০) জাল।

— সমাপ্ত —

চাকদহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্—চাকদহ।